1 AUG 1986
তারিখ ... 6 ... 5
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

008

দৈনিক ইনকিলাব

নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রসঙ্গে কতিপয় প্রস্তাব

—এম শাহজাহান খাদেম

১৯৮৬ সালের বাংলাদেশ— ১০ কোটি মানুষের স্বাধীন স্বার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এ দেশে সাক্ষরতার হার ১৯৫১ সালে যেখানে ছিল ২১% ভাগ, ১৯৭৯ সালে তা উন্নীত হয় ২২.২% ভাগে। অর্থাৎ ২৮ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে ১.২%। বিষয়টি যে কত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জাতি হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এ ব্যর্থতাকে তৎকালীন নেতৃত্বের ব্যর্থতা বলেই আমি আখ্যায়িত করব।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অতি গরীব দেশ। এদেশের শতকরা ৭৮ জনই নিরক্ষর। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, চীনে ২৫ বছরে (১৯৪৯-৭৪) সাক্ষরতার হার বেড়েছিল ৫৫%, ইরানে ১০ বছরে (১৯৬১-৭০) ২৪.৩%, কিউবায় ২ বছরে (১৯৬০-৬২) ১৬%, রাশিয়ায় ২০ বছরে (১৯২০-৩৯) ৫৭.২% এবং ১৯৭৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীনের মোট সাক্ষরতার হার হচ্ছে ৯৫%।

ইউনেস্কো কর্তৃক ১৯৮০ সালে প্রকাশিত কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি না পেয়ে বরং নিরক্ষরের সংখ্যা অনবরত বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর এই উচ্চতর হার বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে। সাক্ষরতার কর্মসূচী সাফল্য হবে না। জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ৬৩ জন পুরষ এবং শতকরা ৮৭ জন মহিলা নিরক্ষর। তাই জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হতে মুক্ত করতে হলে ব্যাপক সাক্ষরতা অভিযান চালানো অপরিহার্য। নিম্নে এ ব্যাপারে আমার কিছু মতামত দেয়া হলো।

(১) বর্তমান সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, (৮৫-৯০) প্রাপ্ত বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ২০০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ব্যয় করার এক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ৫-১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে যাওয়ার উপযোগী ৭০% ছেলে-মেয়েদের অন্ততঃ ৫ বছর প্রাইমারী স্কুলে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা। এই জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র সরকারের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বইপুস্তকগুলো আমার মতে খুবই নিম্নমানের এবং তা কিশোর ছেলে—মেয়েদের মনে দাগ কাটতে পারে না এবং তাদের চরিত্র গঠন ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে না।

বর্তমান বইপুস্তকে 'অ'-তে অজগর না বলে 'অ'-তে অজু কর বললে তা ছেলে—মেয়েদের নৈতিক উন্নতির সহায়ক হতো বলে আমি মনে করি। তেমনিভাবে একজন লেখকের বই লাখ লাখ কপি না ছাপিয়ে কয়েক ডজন লেখকের বই ছাপানো উচিত। সে লেখা দ্বারা যাতে ছেলে-মেয়েদের নৈতিক চরিত্র বিকাশ লাভ করতে পারে সে ব্যাপারেও লেখকদের নজর রাখতে হবে। সেজন্য প্রত্যেক লেখককে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ হাজার হতে ১ লাখ টাকা পারিশ্রমিক অবশ্যই দিতে হবে। ফলস্বরূপ বইয়ের গুণগত মান অনেক বাড়বে এবং আমাদের জাতীয় চরিত্র বিকাশে অনেকাংশে সাহায্য করবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত—শিক্ষিতা উৎসাহী যুবক ছেলে-মেয়ে বা বিশিষ্ট সমাজকর্মী দ্বারা ৫ হতে ১১ সদস্য, বিশিষ্ট সাক্ষরতা কমিটি গঠন করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের এক ব্যাপক প্রচেষ্টা চলাতে হবে। মনে রাখতে হবে, মহামান্য প্রেসিডেন্ট এইচ, এম, এরশাদের কথামত ৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। আর তাই যদি মনে করা হয়, আমাদের নিজ গ্রামটিই অশিক্ষিত রয়ে গেছে, বাকী ৬৭,৯৯৯টি গ্রাম শিক্ষিত তবেই নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৩) প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রাইমারী স্কুল বা যে কোন খালি বৈঠকঘরে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দর চালু করা যেতে পারে। গ্রামের সাক্ষরতা কমিটির সদস্যদের বিনা বৈতনে এবং সরকারের কোন সহায্য ব্যতীতই এ কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি কোন বেতন দিতেই হয়, তাহলে, কমিটির সদস্যগণ গ্রামের লোকজনের নিকট হতে তা আদায় করবেন। মোটকথা সরকারের মুখাপেক্ষী হলে চলবে না।

(৪) বই পুস্তক ও অন্যান্য সামগ্রী বিনামূল্যে প্রতি গ্রামে সাক্ষরতা কমিটির মারফত প্রেরণ করতে হবে।

(৫) শিক্ষিতের হার বাড়লে জনসংখ্যা বিস্ফোরণও কমবে বলে আমার বিশ্বাস।

(৬) এ প্রচেষ্টা সফলকাম করার জন্যে টেলিভিশন, রেডিও ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আমার মতে, উপরোক্ত বিষয়গুলো সরকারের দৃষ্টিতে এলে আগামী তিন বছরের মধ্যে অন্ততঃ ২৫% লোককে নিরক্ষতার অভিশাপ হতে মুক্ত করা সম্ভব হবে।